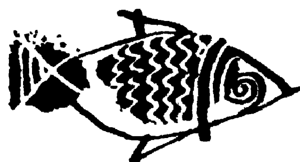
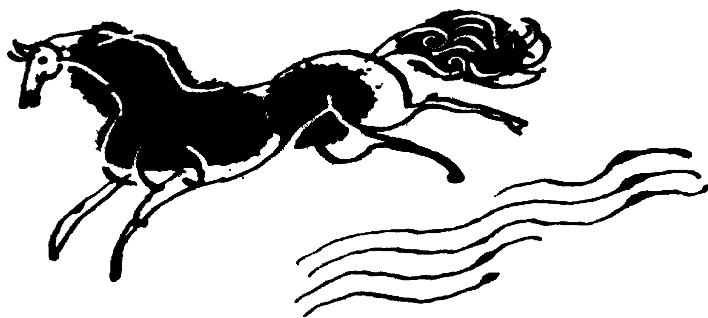
গঙ্গার জল পদ্মার পানি





আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক বি লেকটাউন কলকাতা ৮৯



প্রথম প্রকাশঃ ১৯৫৯

প্রকাশকঃ অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক বি লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

উপদেষ্টাঃ শ্রী রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়
সভাপতিঃ রায়মঙ্গল

টাইপসেটিংঃ এ. কে. শরাফ
এম. পি. পি. কমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রণঃ রয়্যাল হাফটোন
কলকাতা ৭০০ ০০৭

কৃতজ্ঞতাঃ দেবব্রত ঘোষ, অজয় মিশ্র, বিজন কর্মকার, জ্ঞানরঞ্জন শীল, ঝর্না দাস, গোপা আচার্য, চন্দ্রবিজয় সরকার, সঞ্জয় সাহা।

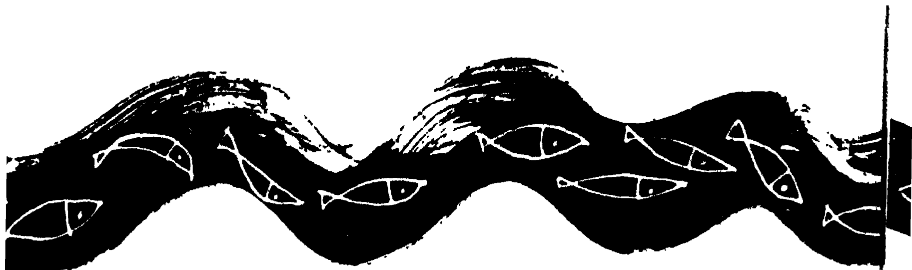
উৎসর্গ

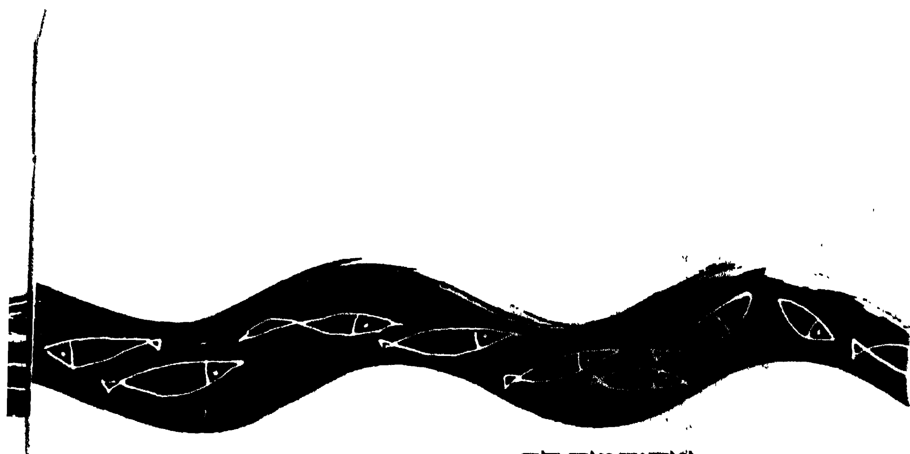
সুচিত্রা মিত্র

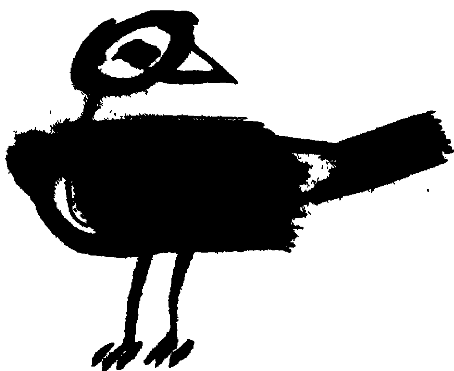
আর

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-কে

শ্রদ্ধায় ভালোবাসায়







এই লেখকের

কবিতার বই

- রংনাম্বার

ছোটদের ছড়ার বই

- নানারঙের ছড়া

বড়োদের ছড়ার বই

- ধর্মতলায় কর্ম খালি

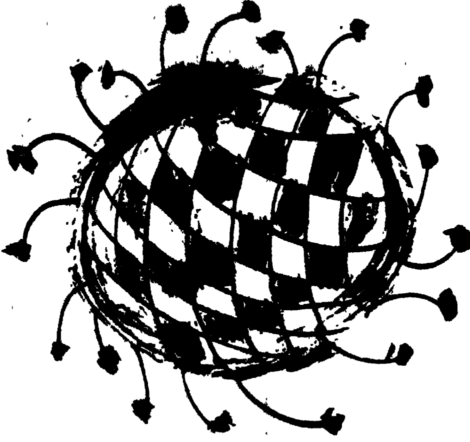
সম্পাদিত বই

- রায়মঙ্গল
- নহ মাতা নহ কন্যা
- মাদার টেরিজাকে নিবেদিত
- দুই বাংলার সেরা ভূত
- প্রিয়তমাসু
- বিষয় সৌমিত্র



কেউ বলে না

আমিই শ্রীমান টোটো এবং
আমিই শ্রীমান টোটো,
বলছে সবাই চাঁদ ধরতে
ফুলের মতন ফোটো ।
আমিই নাকি আদরমাখা
আমিই সবার ছোট
হাঁকছে সবাই লাগাম ছেড়ে
ঘোড়ার মতন ছোটো
আমিই নাকি লক্ষ্য-সবার
চলবে না তাই টো..টো...
কেউ বলে না, বাছা আমার
মানুষ হয়ে ওঠো !





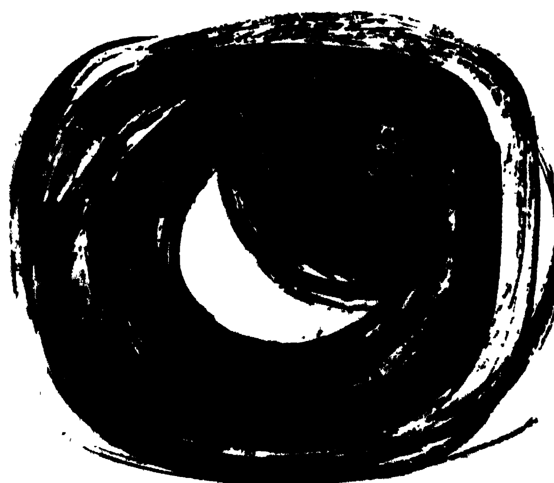
নেই আমি আজ

নেই আমি আজ সন্ধেবেলা
হেলাফেলায় তোমার কোলে ,
জোছনাতে আর ভিজবো কতো
ইতস্তত স্বপ্ন দোলে ।
মনে করো চপল বালক
পাখির পালক মাথায় দিয়ে -
জড়োসড়ো সঙ্গোপনে
হারিয়ে গেছে । কাঁথায় দিয়ে
নক্সা - আঁকা চাঁদ জোনাকী ।
কিসের ফাঁকি কুসুম যদি
গন্ধ ছড়ায় অন্ধ মনে
ছন্ন ছড়ায় ভাসায় নদী ।
ভাসতে পারি শীতের গায়ে
শীত লেগেছে , বন্ধু বিদায় -
চাঁদ গিলেছি চাঁপার বনে
প্রসঙ্গত জ্বলছি খিদায় ।



থই থই ছড়া

থই থই থই থইও
মনের কথা কইও
বানভাসিতে প্রাণ ভাসেনা
ডিঙা খানা লইও।
টুই টুই টুই টুইও
চাঁদের পিঠে শুইও
জোছনা মেখে সন্ধ্যাতারায়
মেঘের মতন হইও
সই সই সই সইলো
মনটা কেমন হইলো
একলা জেগে গোগ্রাসে খাই
গুপি- বাঘার বই-লো।
থই থই থই থইলো।।





জ্যোৎস্নাটি চাই

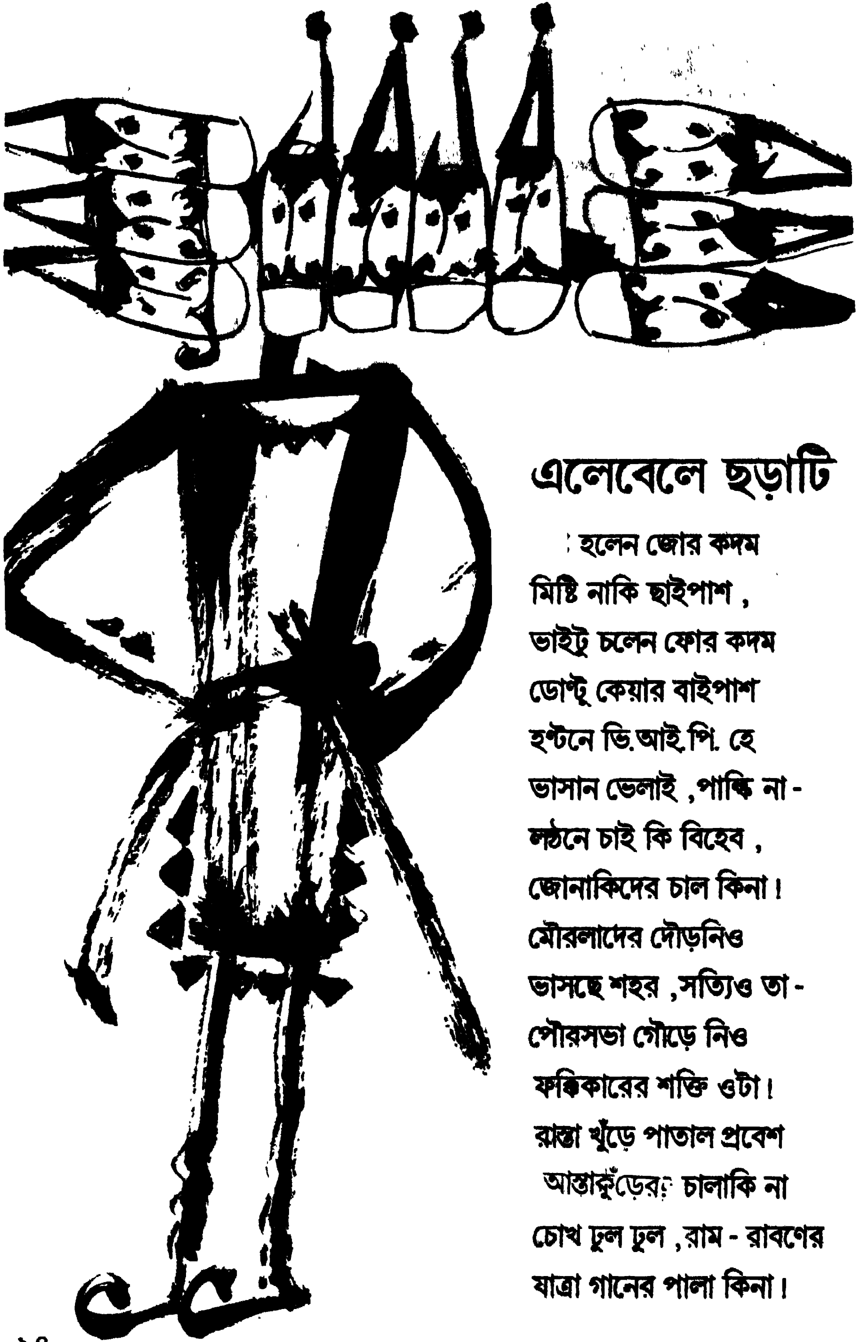
একলাটি নয় দোকলাটি নয় ,
সঙ্গে কোনো লোক লাঠি নয় ,
জ্যোৎস্নাটি চাই মনের মতন
যাচ্ছ কোথায় ? তেপান্তরে
কে পান করে চাঁদের ফেনা ?
ফোকলা বুড়ি ফোকলা বুড়ি
কি বিচ্ছিরি চরকা তেনার !
বিবি ছিলাম ইস্কাবনের ,
তাই বলে কি বিষ খাবনি ?
কইতে কইতে পানসি বায়
ধুত্তুরি ছাই পান চিবায় ।
তার চে বরং বেন্দাবনে
গান শুনে যাই অরূপরতন ।
ফুলের গন্ধে দাঁড়াও এসে ,
হারিয়ে যাবোই তেপান্তরে ।
একলাটি নয় দোকলাটি নয়
সঙ্গে কোনো লোক লাঠি নয়
জ্যোৎস্নাটি চাই মনের মতন ।





সন্ধ্যামণি

আঁকন বাঁকন চৌকি চাপন
জলের কাঁপন ছন্দে সে
রাইকিশোরী মেঘ করেছেন
সন্ধ্যামণির মন দেশে।
বউ কি ধারে সওদা করে
ভাসবে কতো একলা ,
বানভাসি আর শাসন টাসন
বুক ফেটে যায় দেখ না।



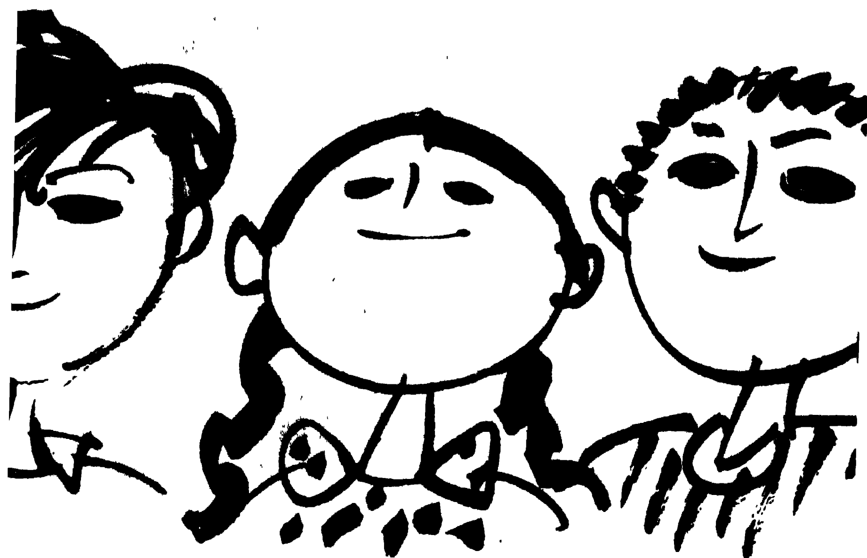
এলেবেলে ছড়াটি

হলেন জোর কদম
মিষ্টি নাকি ছাইপাশ ,
ভাইট্টু চলেন ফোর কদম
ডোণ্টু কেয়ার বাইপাশ
হণ্টনে ভি.আই.পি. হে
ভাসান ভেলাই ,পাল্কি না -
লণ্ঠনে চাই কি বিহেব ,
জোনাকিদের চাল কিনা।
মৌরলাদের দৌড়নিও
ভাসছে শহর ,সত্যিও তা -
পৌরসভা গৌড়ে নিও
ফক্কিকারের শক্তি ওটা।
রাস্তা খুঁড়ে পাতাল প্রবেশ
আস্তাকুঁড়ের চালাকি না
চোখ ঢুল ঢুল ,রাম - রাবণের
যাত্রা গানের পালা কিনা।



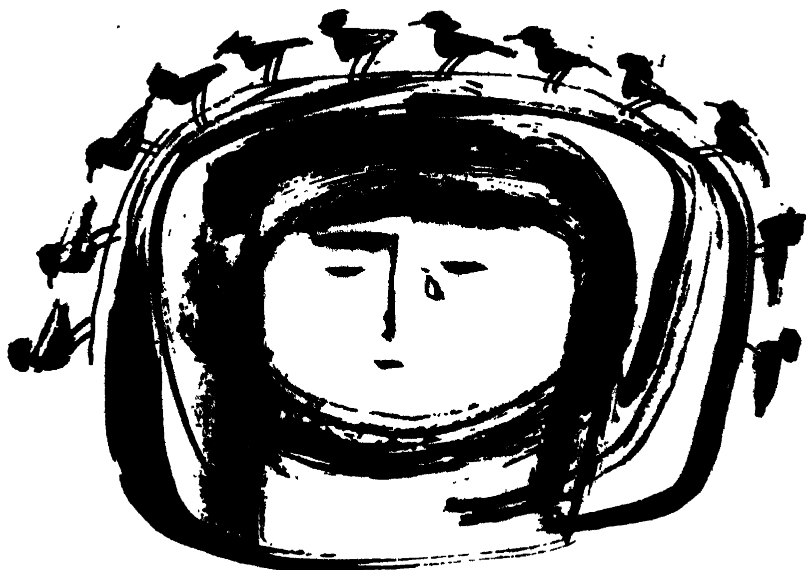
ডজন সুজন

উজন সুজন জামাই বেটা
জামাই তো নয় কেউকেটা।
কেউকেটা নয়, গোকুল
ফুল ফুটেছে বকুল।
ওরে বকুল ঝরিস না,
ভূতের পিঠে চড়িস না!
সুখ পরানের লাগাম ছেড়ে
আগুন দিয়া মরিস না!



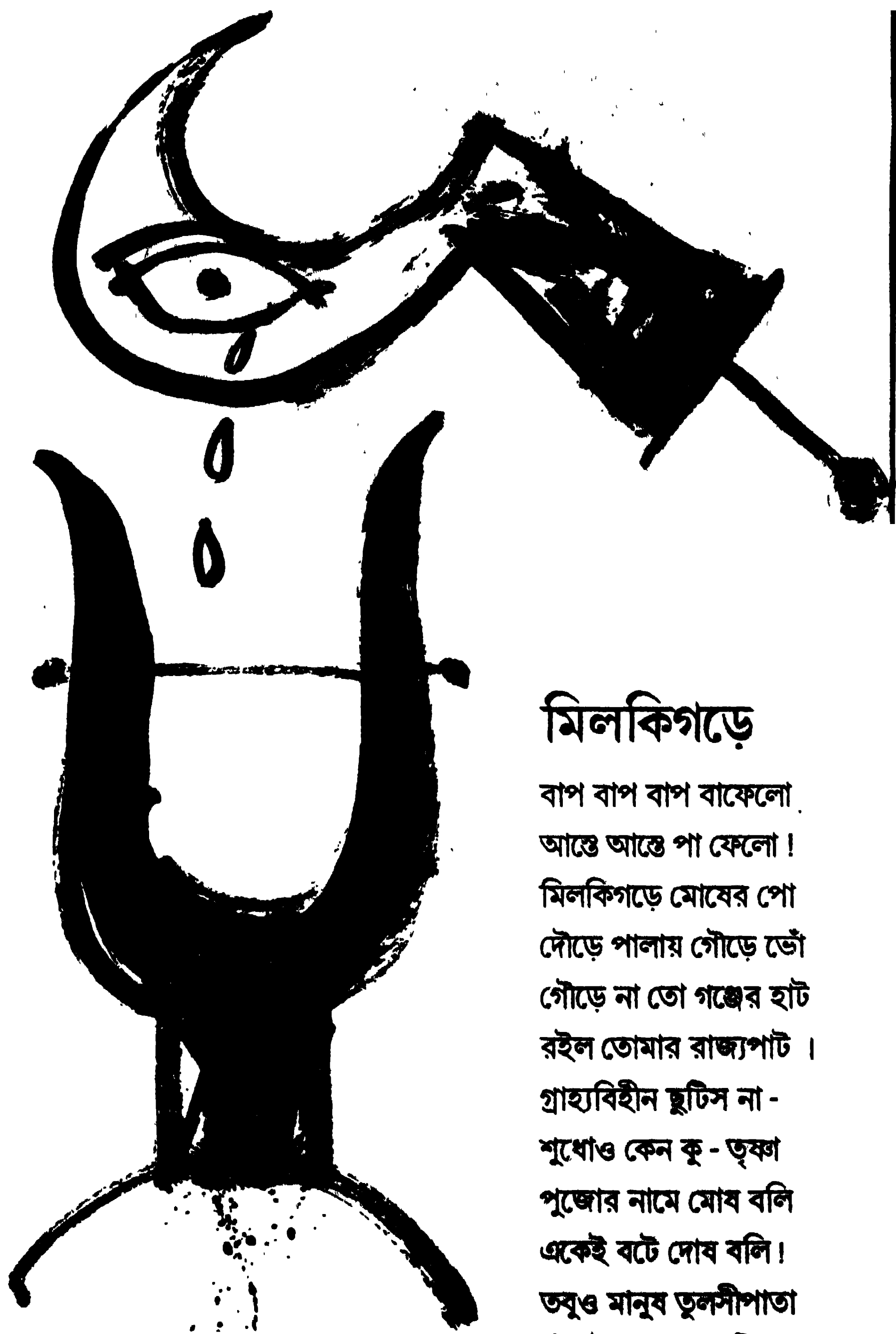
স্নেহের কাজল

আকাশ কালো ভুবন 'পরে
হায়নারা আজ হল্লা করে ।
দেবশিশুরা কঁকিয়ে কাঁদে
সূয্যি বাঁধা মেঘের ফাঁদে ।
লক্ষ জীবন শপথ করে
জাগবে ঘরে ।
আলোয় আলোয় বন্যা তুলে
জীবনদোলা উঠবে দুলে ,
স্বপ্নমাখা কচি মুখে
আলোর হাসি উঠবে ফুটে
স্নেহের কাজল চোখে চোখে
দাও পরিয়ে এ আলোকে ।



দুঃখিনী মা

দুঃখ তোমায় ভাসিয়ে দিলাম সাতসাগরের ভেলায়
আমার ছেলেবেলায় ,
আমিই ধরো লখাইভেলা ,মাথায় ছেঁড়া কাঁথা
দুঃখ মানে মা জননী চ'খাই তাহার মাথা ।
ক্লান্ত মায়ের আঁচলভরা যুগান্তেরই দুখ ওঁর
বাবা তখন ভুখোড় -
গোস্বামী হে ,পোষ্য আমি -শস্য আমি - সোজা ,
শাসনটাসন বোঝার -
বয়স ছিলনা ,এক লাফেই লাফাই বাছুর সিধে ,
কামড়ে দিলো খিদে ।
একলা পেয়েই তাড়িয়ে বেড়ায় জ্বলন্ত ওই চুলোয়
কে যেন হাত বুলোয় - - -
আছড়ে পড়ে দুঃখিনী মা কোথায় তাহার ডাঙা ?
আমিই ছিলাম স্নেহের কাজল - বাবাটি মাছরাঙা ।



মিলকিগড়ে

বাপ বাপ বাপ বাফেলো
আস্তে আস্তে পা ফেলো !
মিলকিগড়ে মোষের পো
দৌড়ে পালায় গৌড়ে ভোঁ
গৌড়ে না তো গঞ্জের হাট
রইল তোমার রাজ্যপাট ।
গ্রাহ্যবিহীন ছুটিস না -
শুধোও কেন কু - তৃষ্ণা
পুজোর নামে মোষ বলি
একেই বটে দোষ বলি !
তবুও মানুষ তুলসীপাতা
দাঁড়াই রুখে , তুলছি মাথা



বিদ্যাধরীর কালো জলে

আঁতাল মানেই দাঁতাল যদি
মাতাল তবে মাতলা
বিদ্যাধরীর কালো জলে
ভাসবে যে রুই কাতলা !
বনমুলুকের হালুম হুলুম
আসলে রয়্যাল ভাইগন
ভয় দিয়ে কে সাঁতলিয়ে নেয়
জীবন পোড়া বাইগন!



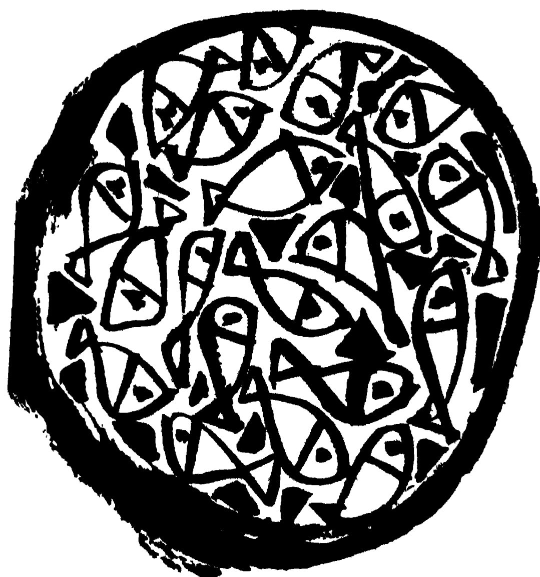
রাখাল ছেলে

রাখাল ছেলে রাখাল ই
তোমার দেখি পা খালি,
চিকন বাঁশের বংশীখানায়
সুরটা কিসের আঁকালি ?
এই শহরে গাছ নাই
বোকা ভুতের নাচ নাই,
কিন্তু ইঁটের পাঁজরগুলোয়
হাভাতে পাখপাখালি !



কুটুম

হেলিয়া দুলিয়া আইলো কুটুম
দাওনা এনে জলচকি
বসিয়া বসিয়া তাম্বুল পান
খাইতে খাইতে বলত কি ?
দ্যাশের বাড়ি আম্রদুগ্ধ
পুকুর ভরা মৎস্যায়
নাচিয়া নাচিয়া গান গাইতেন
উৎসব ফি বৎসর।
ঝোলে ঝালে ঘি খাইতেন
লাট সাহেবের পুত্র
এখন বাজান লবডঙ্কা -
তাই কানে ফুল ধুতরো ।





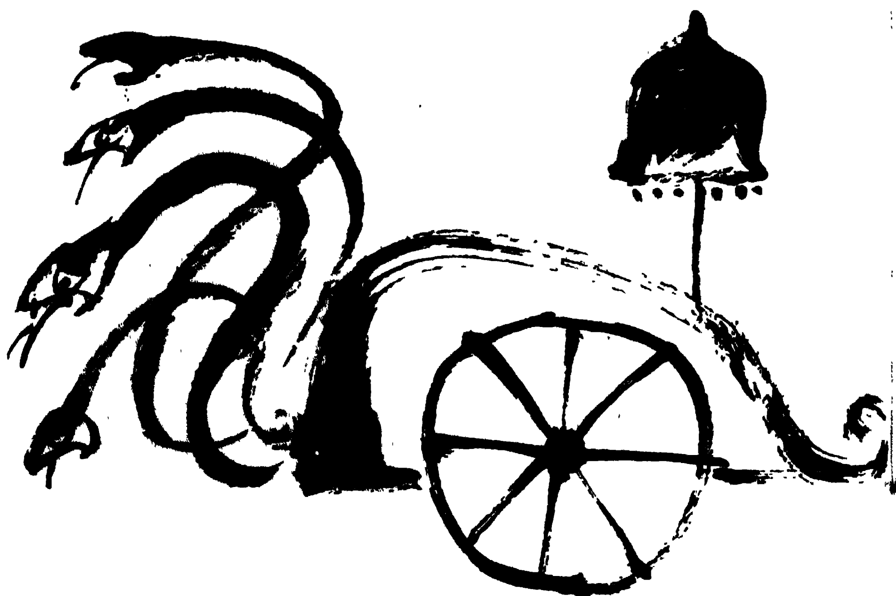
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে

আয় বৃষ্টি নেচে নেচে আকাশপাড়া দিয়া
কণকশালী ধানের পাশে বনমালীর হিয়া ।
ছড়ায় জ্বলে বসতবাটি খরায় জ্বলে মাঠ ,
পেলাষ্টিকের ধান ফলেছে তিরপুর্ণির ঘাট !
ঘাটে ছিল নৌকা বাঁধা নবীন সদাগর -
আরওয়ালে তীর ছুঁড়েছি কি করবি কর ।
বর দিয়েছেন মাচানবাবা বাঁচান বাবা কেউ
কালাহান্দির জন্য ছোটে কোমল বুকের ঢেউ
ঢেউ লেগেছে হৃৎকমলে ঢেউ ছলছল নদী ,
ধন্যি রাজা আগলে রাখেন সাতপুরুষের গদি ।
কপালপোড়া ভূপালবাসী গ্যাসবেলুনে আঁকা -
গদির ম ধ্যে ছিলো লুকিয়ে রথের চাকা ।
তছনছিয়ে ঘুরতে পারে , পুড়তে মহীরুহ -
মেঘের মনে মেঘ জ ছে বলছে কাকে 'দূর হ'।
একটু না হয় বেড়াই ভেসে সদ্যঝরা পদ্যে
রিমঝিমিয়ে নামতে পারি তোমার বুকের মধ্যে ।

ছড়া

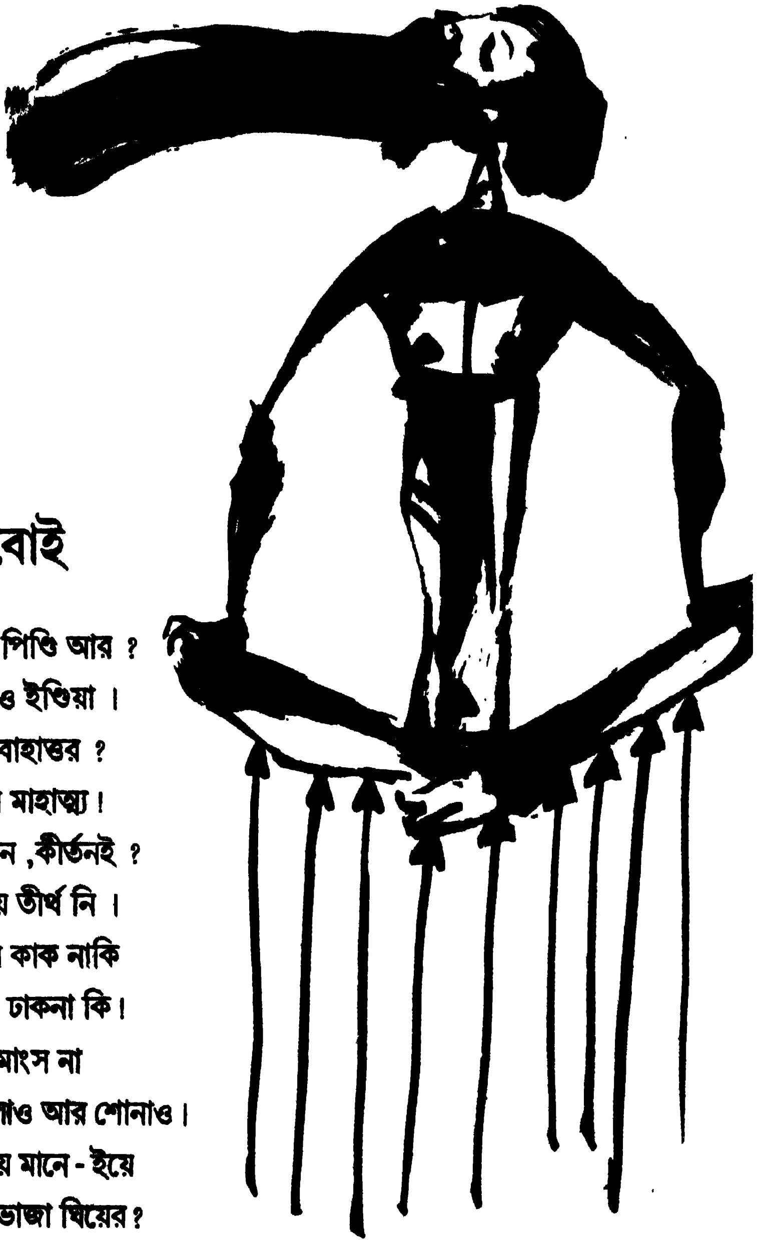
আই কুর-কুর বাই কুর-কুর
ধাই কুর-কুর ধাই
বাগজোলাতে ঘর বেঁধেছি
বড়ো মিয়া ভাই।
মায় রান্ধে ফ্যানে ভাতে
ভাবী রান্ধে ঝালে,
ছেঁড়া কাঁথা ভাইসা গেছে
বাগজোলারই খালে।
খালের ভিতর কুমির ছিল
ডাঙায় খালি নেতা ,
বসতিও না বস্তিতে মোর
শুধুই কেবল জেতার -
ফন্দি ফিকির ধিকির ধিকির
টিকির দেখা পাই ;
আই কুর-কুর বাই কুর-কুর
ধাই কুর-কুর ধাই।





স্বপ্নের ইচ্ছে

বিভেদের দুশমন মজ্জায় -
দেখো ওই মিথ্যের রথ যায় ।
তবু কার খুশ মন? দস্যুর!
কি জানি কী হবে কাল পরশু!
সম্মুখে দাঁড়ালো কে ? ভয় তো।
চিত্তেরই সংশয় হয়ত
ভাঙনের গর্জন - সামনে -
মুখে কারো সংহতির নাম নেই
হিংসের পদটা পুড়ছে
ধূলিসাৎ দেমাকের গুচ্ছ।
মৃত্যুর স্তব্ধতা - দাঙ্গাই -
তবুও তো জীবনের গান গাই ।
কি জানি কী স্বপ্নের ইচ্ছেয়
মুক্তির বানডাক দিচ্ছে।



সঙ্গ নেবোই

ভূতের দেবে পিণ্ডি আর ?
যাও চলে যাও ইণ্ডিয়া ।
বয়েস কত ,বাহাত্তর ?
দেখবে সাধুর মাহাত্ম্য ।
শুনবে কি গান ,কীর্তনই ?
পথের নেশায় তীর্থ নি ।
তীর্থে কি সব কাক নাকি
খুলছে মনের ঢাকনা কি ।
ঢাকনা খুলে মাংস না
কোরমা পোলাও আর শোনাও ।
জিভের ডগায় মানে - ইয়ে
ওগুলো সব ভাজা ঘিয়ের ?
এত দিলাম ,তবুও বাপু না যদি হয় তবে
সত্যজিতের ভূতের নাচে সঙ্গ নিতে হবে ।

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করি

আমার মধ্যে ছিলো যে এক দুষ্টু আমি
এবং পরিপুষ্টু আমি জলবাতাসে
থমথমে ভয় - কালো ধোঁয়া , ঘাস বা কাশের
ছন্দটি নেই , কেবল ডামি
আমার মধ্যে ছিলো যে এক দুষ্টু আমি
ধুম লেগেছে হালুম হুলুম বাজনা বলির ।
এবং কলি ফুটছে তোমার করুণ দৃশ্যে ,
এই যে আমি নিঃশেষিত , স্তব্ধ করো ।
জ্বলবে কতো রক্ত হোলি ?
ধুম লেগেছে হালুম হুলুম বাজনা বলির ।
লুঠ হয়ে যায় স্বদেশ আমার দুর্বিপাকে
এবং কাকে দোষ দেব যে অন্ধকারে
যায় না চেনা মুষলধারে বৃষ্টি হলে ;
মিষ্টি কথায় উচিয়ে ছুরি
আসবে তেড়ে , জাল পেতেছে - ঘুরবি পাঁকে ?
যুদ্ধ আমি নিত্য করি ; অলক্ষুনে
বুদ্ধিগুলোর তুলোধোনা স্বপ্ন দেখার
দু'চোখ নিয়ে একলা একা পলক গুণে ।
মায়ের কোলে স্বপ্নগামী
আমার মধ্যে থাকে না আর দুষ্টু আমি ।





চোর - সাধু সংলাপ

চিনিময় ভাব বিনিময় হলো
চোর বলে, 'সাধু গুরু হ
একটি পক্ষে গেলেই রক্ষে
পাণ্ডব নয় কুরু হ'
সজ্জন বলে, "তুমি কোন দলে
সেইটে বোঝাই দুরূহ।"

এই রাঙা সকালে

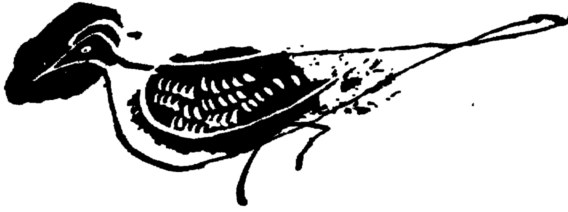
সূর্যের কলরবে
জাগে নয়া দিন কি ?
আকাশের নীল চোখ
বেয়ে নামে ফিনকি ।
কুঁড়িদের দরজায়
গর্জায় ঢেউ না !
জোছনার তরবারি
তোমাদের কেউ না ।
নীল ঘুম ভাঙবোই
পোষা আছে ঘুম কার ?
রাত্রিরও আত্মীয়
দস্যুর হুমকার
মানছি না মানব না
এই রাঙা সকালে
ভয়াল রাতের ফণা
মুছে দেব অকালে ।
স্বপ্নের পৃথিবীতে
চল ভাই, চল গাঁয়
সূর্যের তোড় জোড়ে
আসে ভাই বল গায় ।





দোলের ছুটি

ভূত আমার পুত
পেত্নী আমার ঝি
এই দেখনা রঙের যাদু
কেমন সেজেছি।
যাদু মানেই রামধনু রঙ
রঙিন খুশির নাও
বালতি ভরে রঙ গুলেছি
একটু মেখে যাও।
সঙ্গে আছেন আবির মামা
পিচকারিও গোটা,
কোথায় ছিলি ভূতগুলো সব
দস্যি হয়ে ওঠা
ভাল্লাগে তোর, আহলাদে তো
চাঁদনি রাতের দোল!
ফোকলা দাঁতে হাসির ঝিলিক
দুই গালে দুই টোল।
রামলক্ষ্মণ বুকে আছে
ইস্কুলে নেই ভয়,
দিস খুলে তোর জানলা প্রাণের
ছুটি মানেই জয়।



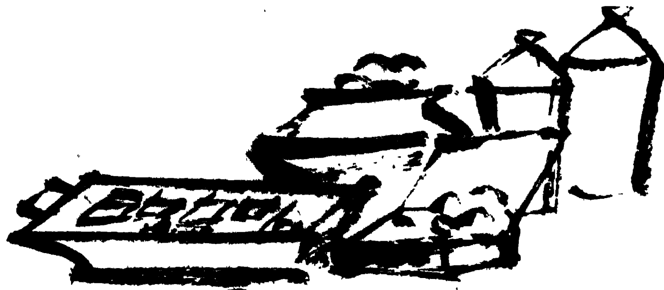
চার্লিমেরিক

১. বিদ্যে আমার অ-আ-ক-খয় কিংবা ধরো হ্রস্বিকারে
জাল করেছি মুখের বুলি, বলছি জ্ঞানের রশ্মি তারে।
আজগুবি এ ব্যাখ্যা না
ফন্দি বোঝাই ব্যাগখানা
এই শহরে আঁটতে হবে, থোড়াই কেয়ার দোষ স্বীকারে

২. সত্যি সে নয় জেনো এতটুকু তামাশা
বিদঘুটে লোকটার হয়েছিল আমাশা।
খরগোশ লেজ ধরে
একছুটে যাবে ঘরে
নয় কে করবে বলো বুড়োটার জামা সাফ ?

৩. থৈ থৈ থৈ জোছনারা সব চাঁদের সাথে যাক খেলে
ডিঙি চড়ে মনের সুখে, রক্ত হবে আখ খেলে।
আলোর মেলায় বাদশা পাই
লক্ষ্মীপুজোর হাত সাফাই
ক্ষেতটি যদি সাফ করে দাও, অভিধা বে- আক্কেলে !

৪. রামদাড়িতে আস্তানা হে পক্ষী না কি ভূত ছানা ?
আমদানীও সখের পাখি খাওয়ায় তাদের দুধ- ছানা।
পক্ষিকুলের কাণ্ডারী
ব্যবসা জমায় আণ্ডারই
নিন্দুকে কয় শ্মশ্রুজুলুম, সত্যি ওসব কুৎসা না !





নেমন্তন্নে

বন্ধু ইয়ার খ্যান্তমনি
কত খাবে আর মটর পনির ?
গিলি গিলি গে চিলি ফিশ্
আমি তো ভাবলাম জিলিপি।
জমছে মটন বিরিয়ানি
তাতেই কি মান থাকবে মানীর
মন - বাহারি চিকেন কারি
ফেরার কথা ভুলব বাড়ির।
চাটনি পাঁপড় কিংবা ঘোলে
বুঝলে না তা - মর্জি খোলে।
সন্দেশ আর রসগোল্লায়
বশ্ মানলেই যাবে গোল্লায়।
যোয়ানও না মৌরীও না
খেয়েই বাপু দৌড়িও না।
পান খেয়ে যান একটা থিলিং
দিল্লিতে যান বা দার্জিলিং।



বৌভাতে ভাত নেই

বৌভাতে ভাত নেই
ছড়াদের জাত নেই,
মগজেতে জিয়ানো
সাত মণ ঘি আনো।
এ কথাটি মানিও
আছে দানাপানি ও
খেয়ে দেয়ে হাত ধুই,
মানুষের জাত দুই ;
ভালো আর বজ্জাত।
কেউ বলে রথ যাক
চড়ে তাতে বুড়ো ভাম
আরে ছি! ছি! রাম রাম!
ধেই ধেই নাচতাছে
নেই লাজ ঘিন্যা,
থরহরি ত্রাস নিয়ে
বিভেদের তাস নিয়ে
ছিনিমিনি খেলতাছে-
তাক্-ধিন্- ধিননা।



চিল্কা হ্রদে

ইলিক ঝিলিক চিল্কারে
এক নিমেষেই দিল্ কাড়ে।
কাড়লো বলেই ছাড়লো না
রইতে তো আর পারলো না ।
পারবে কি ছাই মন জুড়ে
হয়নি ছুটি মঞ্জুর - ই।
পেরজাপতি ঢেউগুলি
রয়েই গেল মন ভুলে ।
একটি ছেলে ফ্রাঙ্কোলিন
কইত কথা ট্রাঙ্কলে ।
মনঘুড়িটা সাতদিনই
রইবে হেথা সাধ্যি নেই।
চিল্কা হ্রদে ডুবলো যেই
রাত চলে যায় পুব দিকেই ।



জেগে ওঠো বর্ণমালা

সন্ধে যখন নামল তোমার মনখারাপের জানলা দিয়ে
ভাল্লাগে না করুণ বাঁশি ,ধানের ক্ষেতে আল না দিয়ে
উপায় তো নেই ,অন্যমনে কইব কথা দুদণ্ডকাল ।
পেটের আগুন নিভবে না সে ,কোথায় পাব খুদ - অন্ন কাল?
জনস্রোতেই ভূতের বেগার ,কলের পেটে ছন্দ তারি ,
রূপকথারই দেশটা ফোটায় এই তো ভয়াল অন্ধকারই !
'বলং বলং বাহু বলং' ফলুক না তা ধান গাছেই ,
সক্ষমতায় ডুবলে মানুষ ,ভুলবে তখন দাঙ্গা সে - ই - ।
রুদ্ধভাষা কণ্ঠ পাবেই ,উঠবে কেঁপে বালকসেনা ,
সূয্যি ঠাকুর মাথার ওপর ,কিন্তু তাদের পালক সে না ।
রোদের তরোয়াল ধরেছে শুদ্ধ যে এক বর্ণমালা -
ইস্কুলে তার নাম দিয়েছে ,ধাম দিয়েছে স্বর্ণথালা
থালায় বসেন বিশ্বভুবন ,নিঃস্বভুবন আনলো ভ'রে
নিবাস তাহার জোড়াসাঁকো সুপ্তি যে সব ভাঙলো ওরে ।
আছড়ে পড়ে সমুদ্র ওই ,গর্জে ওঠে,অগ্নিও সে
তাঁর চেতনায় মুগ্ধভুবন , আবাল - বৃদ্ধা - ভগ্নীও সে !
- নতুন যুগের সিংহশাবক ,চেতনপাবক দৃশ্যরই
- তোমার বুকের মধ্যে জ্বলে বঙ্গদেশের ঈশ্বরী ।

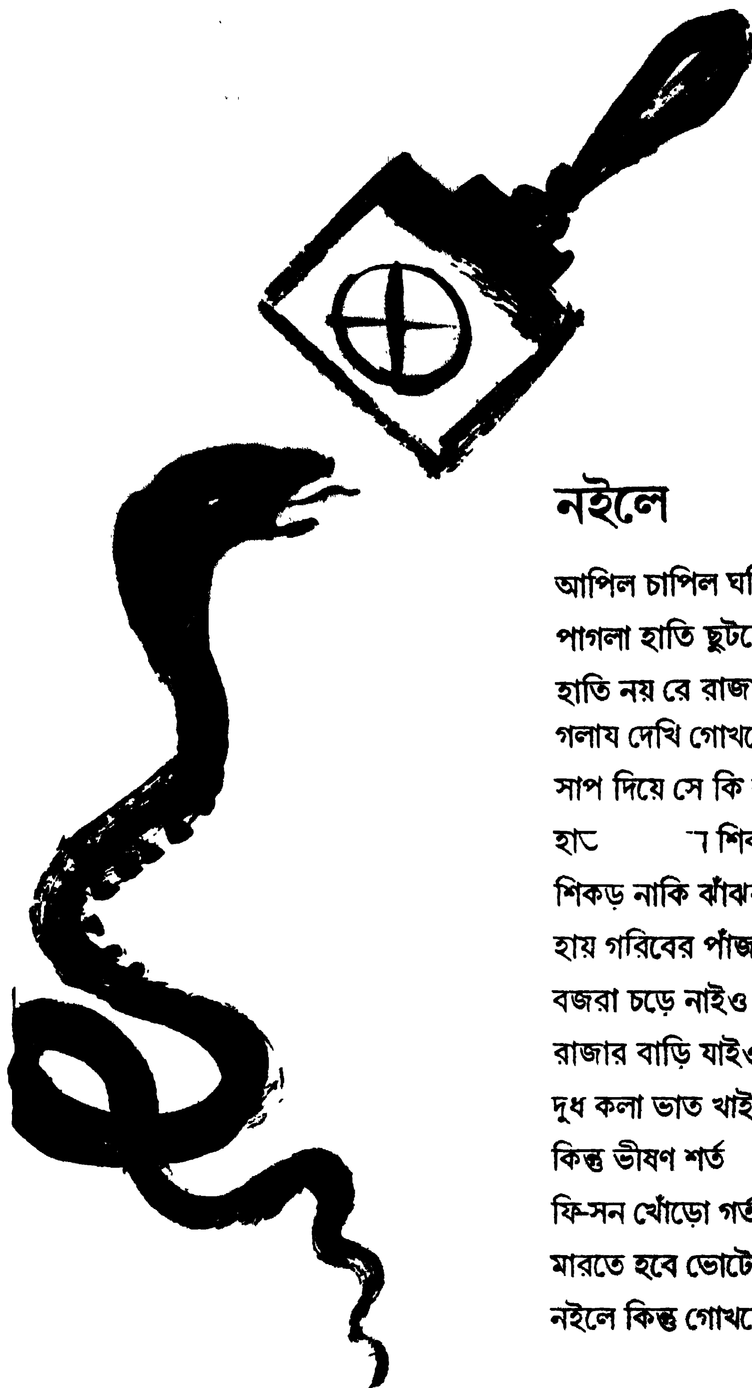


ঢংকালি

টংকালি লো টংকালি
সাজব কত সঙ্ খালি
সঙের মাথায় উলকি
মিথ্যে কথার ফুলকি
দিন দুপুরে স্ন্যাক্ লাগায়
থাকব বরং একলা গাঁয়
দুলকি চালে আশ্বিনে
ঝিলিক মেরে যাচ্ছি নে
গিলছে শহর বিবাদী
নেই পুঁটুলি, কি বাঁধি?

মানুষখেকো

পরমাণু এই রায়টে
যে আসে সেই গায়ে ওঠে!
গায়ে না মস্তকে সে
দানুসে বসত এসে!
বিভেদের মশাল-জ্বালা
কে সাধু কে যে চালাক!
ছুটেছি তিন দিকে তো
ভূতে কি পিণ্ডি খেতো ?
সেটা তো বলছিল না
সাধে কি মন ছিল না!
ভূত না খাজাঞ্চী তা
সবারই সাজান চিতা
যেন তা মন্ত্রপূত
থম থম চাপান উতোর!
মারণের শক্তি ওটা
কী জানি সত্যিও তা-
দানবের একশা কিনা!
কেন যে এক থাকি না
বটে তো একুশ শতক
মানুষই মানুষ খাতক!



নইলে

আপিল চাপিল ঘণ্টিনালা
পাগলা হাতি ছুটছে পালা
হাতি নয় রে রাজার বাপ
গলায় দেখি গোখরো সাপ
সাপ দিয়ে সে কি করে
হাত [illegible] শিকড়ে
শিকড় নাকি ঝাঁঝরা
হায় গরিবের পাঁজরা
বজরা চড়ে নাইও
রাজার বাড়ি যাইও
দুধ কলা ভাত খাইও
কিন্তু ভীষণ শর্ত
ফি-সন খোঁড়ো গর্ত
মারতে হবে ভোটের ছাপ
নইলে কিন্তু গোখরো সাপ....

পা চালিয়ে

রমজানের পর্বতে:
কালবোশেখী ঝড় বটে।
ফলাহারে শরবতি
না পেলে আর করব কি?
পড়েছে যা দুর্দিন
নেই চিনি তো গুড় দিন!
নাম নাকি তার ভেলি হে
রাঙা বউয়ের চেলি যে।
বাপের বাড়ি চাষ নেই,
নবান্নে ভাই যাস্ নে।
পণের তাড়ায় কর্তাটি
যাত্রাগানের চড় - চাঁটি
দিচ্ছে। দেবই ভর্তুকি -
জল দিয়ে খাস হরতুকি ।
দুঃখকথা ঈশান কোণে
চুপ থেকে কোন পেত্নী শোনে।
কপালটা তোর খণ্ডিত না ?
শ্বশুর বাড়ির ফন্দি তো না।
শুনছি নে আর পাঁচালী এ
চলতো বাছা পা চালিয়ে ।







ধুত্তারি

আইবানি না যাইবানি
তোমার কথা ভাইবা নি ,
ভিক্টোরিয়ায় ঘাসের ভিতর
বাদাম ভাজা খাইবা নি ?
উত্তারি না ধুত্তারি
চাপল মাথায় ভূত তারই
গাঙের জলে ঠ্যাং চুবিয়ে
ছড়ায় গানের সাঁই বাণী !



বউয়ের আদর

রাত দুপুরে অদ্ভুতুড়ে
গোপাল ভাঁড়ের মামা
নামাবলী গায়ে দিয়ে সে
দিত নাকি হামা !
মাথায় দিয়ে ধামা-চাপা
বগল বাজায় নেচে,
আরশোলাকে সুড়-সুড়ি দেয়
নিজের দাড়ি চেঁচে।
বউয়ের জামা নক্সা কাটা
রং মেখে আলকাতরা –
তিড়িং বিড়িং মন্ত্র পড়ে
করবে নাকি যাত্রা –
এমন সময় গিন্নি যে তার
টেনেই ধরে টিকি,
বললে, "বুড়ো গানটা থামা
বেহায়া চামচিকি" !

ছেলেবেলা ঃ বাংলাদেশ ৭১

চাঁদ ভেসে যায় চাঁদনীরাতে
সমুদ্দুরের ভেলায়
তারই মধ্যে বসে আছেন
আমার ছেলেবেলা ।
সমুদ্দুরে ফুল ফুটেছে
লক্ষ হাজার তারা
গা ছম ছম ভয়ে হুতাশ
দুরন্ত পাহারা !
যুদ্ধে যাবে নওজোয়ানে
মাদল দ্রিমি দ্রিমি
চাঁদের ভেলায় জল থৈ থৈ
জোছনা এবং তিমির ।
যে যার মতো হারিয়ে গেছে
বাঁচতে গিয়ে নিজে ,
মায়েরই বুক আগলে ছিলাম
ছিল না ঠিক ইজের
গুলির শব্দে ঘুম আসে না
পুড়ছে আমার ঘর ,
লাল হয়েছে পদ্মা মেঘনা ,
বুড়ি গঙ্গার চর ।
মাতাল সবাই স্বাধীনতায়
খুঁজছি ,বালক একাই
কালপুরুষকে ছুঁয়েছিলাম ,
ক্যামনে তোকে দেখাই ?





বুকের মধ্যে ঝড়

এলকিও না ভেলকিও না
কিন্তু আজব খেল কি?
খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
পাঠশালাতে ফেল কি?
দিন চলে যায় দিনের পিঠে
মিঠে কি আর বর্গা?
ন্যাংটো শিশু ভাত খেতে চায়
কম্প দেওয়া জ্বর-গা।
বর্গীরা সব ছোটায় ঘোড়া
মিগ্রা- টিকির আজাদী
রাম-বাবরি তুলকালামে
দেখনা কেমন সাজা দি।



তোর কথা মনে পড়ে

বন্ধু আমার উতল আকাশ
নামহীন কোনো পাখি
স্বপ্ন নদীর সুদূর কিনারে
কেন ঝরে যায় আঁখি।
আমি যেন এক ক্লান্ত নাবিক
মহাসাগরের ঝড়ে ।
তোর কথা মনে পড়ে।

শয়নে স্বপনে দিবসে দুপুরে
যখনই জেগেছে ভোর,
গাছ শাখে শাখে পাখিরা যে ডাকে
কথা বলে যায় তোর।
চঞ্চলা নদী কেন নিরবধি
ঢেউ নিয়ে খেলা করে ?
তোর কথা মনে পড়ে।

কত হানাহানি কত কানাকানি
কত সে বাজিত গলা,
টানা টানা চোখ ফোঁস ফোঁস রোখ
কত না মধুর বলা
সবুজেই ঢাকা কত মধু মাখা
সোনালী গায়ের 'পরে।
তোর কথা মনে পড়ে।

বিদ্যালয়ের গাছের আড়ালে
খেলেছি যে লুকোচুরি,
গায়েরই মেলায় ভিড়েরই ঠেলায়
জলসায় হুড়োহুড়ি -
মুখেরই গ্রাস নিয়েছি যে কেড়ে
চিলের মত ছোঁ করে।
তোর কথা মনে পড়ে।







মেলামেশা ভাই ছিল না তো খুব
ঝগড়া অনেক বেশি,
মিথ্যে কথার ফুলঝুরি মুখে
ভাবখানা যেন দেশি
হনুমান আমি, তুই খুব দামী
ছিলি তো আঁচল ধরে।
তোর কথা মনে পড়ে।

করব না আর ঝগড়া তেমন
খাবি না যে তুই মার,
থাকবি না হয় সোনার খাঁচায়
বাড়বে অহংকার।
ঘুমহীন রাত কাটবে করাত
থমথমে রাত ভরে।
তোব কথা মনে পড়ে।

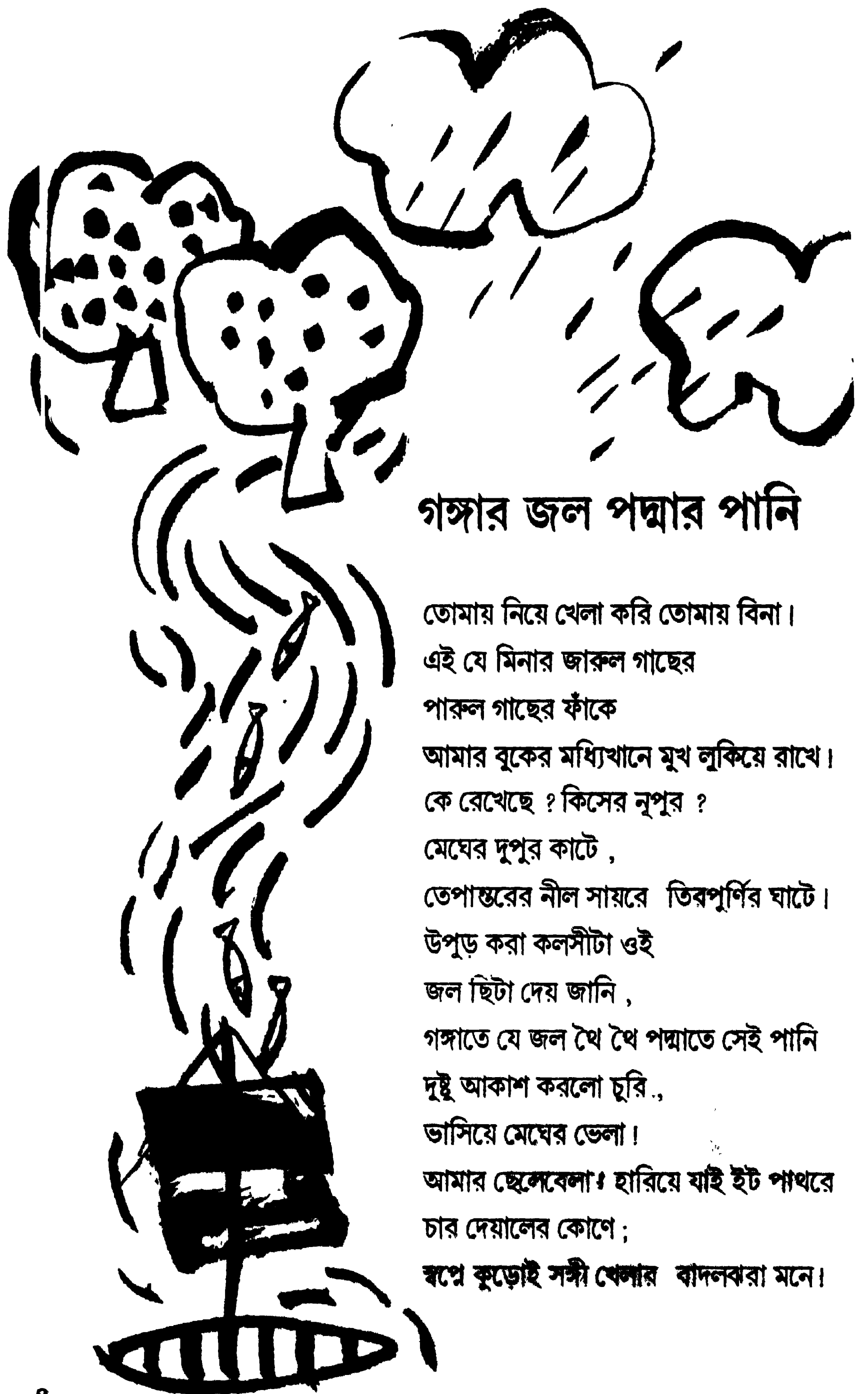
তবু যেন তোর ছায়া পাশে পাশে
মায়া ভরা সেই মুখ
অগ্নি- আখরে লেখা কার নাম
কেন মন উন্মুখ
উচাটন মন কেন অনুক্ষণ
স্মৃতি ওঠে ভরে ভরে।
তোর কথা মনে পড়ে।



চোখে আসে জল আঁখি ছল ছল
কেন সে স্বপ্ন জাগে,
দিবি যদি দেখা হতেম না একা
কি জানি কি অনুরাগে
সন্ধ্যা তারায় হাতটা বাড়ায়
একাকী পালাই ঘরে।
তোর কথা মনে পড়ে।

পেলে দুটি ডানা যেথা ছুটে যানা
হতভাগা মন শেষে,
হাসি আনন্দ ছন্দ গানেতে
হৃদয় যেখানে মেশে ;
পাশে গিয়ে তোর কাকলিতে ভোর
গুঞ্জন ওঠে ভরে।
তোর কথা মনে পড়ে।

যখনই ছিলাম ছোট্ট শিশুটি
তখনি জেগেছে সাধ,
তুই তো প্রথমা করে দে না ক্ষমা
আমার এ মায়ার বাঁধ।
একলা রয়েছি বিদেশ বিভুঁই
চিঠি দিস মনে করে।
তোর কথা মনে পড়ে।



গঙ্গার জল পদ্মার পানি

তোমায় নিয়ে খেলা করি তোমায় বিনা।
এই যে মিনার জারুল গাছের
পারুল গাছের ফাঁকে
আমার বুকের মধ্যিখানে মুখ লুকিয়ে রাখে।
কে রেখেছে ? কিসের নূপুর ?
মেঘের দুপুর কাটে ,
তেপান্তরের নীল সায়রে তিরপুর্ণির ঘাটে।
উপুড় করা কলসীটা ওই
জল ছিটা দেয় জানি ,
গঙ্গাতে যে জল থৈ থৈ পদ্মাতে সেই পানি
দুষ্টু আকাশ করলো চুরি .,
ভাসিয়ে মেঘের ভেলা!
আমার ছেলেবেলা। হারিয়ে যাই ইট পাথরে
চার দেয়ালের কোণে ;
স্বপ্নে কুড়োই সঙ্গী খেলার বাদলঝরা মনে।